যায়যায়দিন

তারিখ ...12 JAN 2009...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৫...

রাবির ভিসি প্রো-ভিসি পদের জন্য আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের জোর লবিং

রাজশাহী অফিস

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ভিসি ও প্রো-ভিসি পদের দায়িত্ব পেতে আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী সিনিয়র শিক্ষকরা সরকারের উচ্চ পর্যায়ে লবিং শুরু করেছেন। এ নিয়ে চলছে কাদা ছোড়াছুড়িও। লবিংয়ে এগিয়ে থাকতে একজন অন্যজনের দুর্বল দিকগুলো কৌশলে উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া শুরু করেছেন। ফলে আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের কোন্দল, দলাদলি ও আঞ্চলিকতা বাড়ছে। তবে সাধারণ শিক্ষকদের অভিমত, মৌলবাদী অপশক্তির গ্রাস থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে চাইলে সরকারের নীতিনির্ধারক মহলকে খুবই বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে। কারণ এটি একটি স্পর্শকাতর ক্যাম্পাস। রাবি ক্যাম্পাস সচল থাকার ওপর নির্ভর করে এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য অনেকাংশে। ফলে সাবধানতা না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের রাহুগ্রাস থেকে বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়বে। মূলত ১৯৯০ সালের পর থেকে রাবি জামায়াত-শিবির নিয়ন্ত্রণ শুরু করে।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানায়, ২৯ ডিসেম্বরের জাতীয় নির্বাচনে মহাবিজয়ের পরপরই ভিসি ও প্রো-ভিসি পদে নিয়োগ প্রত্যাশী আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের মধ্যে জোর তৎপরতা শুরু হয়। তাদের মধ্যে অন্তত অর্ধডজন শিক্ষক আওয়ামী লীগের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন। অনেকেই আবার ঢাকায় অবস্থান করছেন। পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে বেশ কয়জন সিনিয়র শিক্ষক জানান, এখানে শিক্ষকদের মধ্যে আঞ্চলিকতা জোরালো ভূমিকা রাখে। আঞ্চলিকতা বলতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চল, রাজশাহী অঞ্চল, রংপুর অঞ্চল এবং যমুনার ওপারের অন্তর্ভুক্ত পৃথক পৃথক বলয় রয়েছে। নিজ নিজ বলয়ের জায়গা থেকে প্রভাবশালী শিক্ষকরা ভিসি, প্রো-ভিসি হওয়ার জন্য লবিং চালিয়ে যাচ্ছেন ব্যাপকভাবে। লবিং চালিয়ে যাওয়া শিক্ষকদের মধ্যে অনেকের অতীত সুবিধাবাদী আচরণও আলোচনায় আসছে সাধারণ শিক্ষকদের মুখে মুখে। ভিসি ও প্রো-ভিসি হতে পারেন এমন যাদের নাম ক্যাম্পাসে আলোচিত হচ্ছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন প্রফেসর ড. এ এইচ এম জেহাদুল করিম (কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি ও রাবির নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক) প্রফেসর মুহাম্মদ মিজানউদ্দিন, প্রফেসর চৌধুরী সারওয়ার জাহান সজল; প্রফেসর মোখলেসুর রহমান, প্রফেসর এম শাহ নওয়াজ আলী, প্রফেসর আবদুস সোবহান, প্রফেসর মোজাফফর হোসেন, প্রফেসর তারেক নুর, প্রফেসর মাহবুবুর রহমান, প্রফেসর এনামুল হক, প্রফেসর বাদেরুজ্জামান, প্রফেসর আতফুল হাই শিবলী প্রমুখ। তবে আইন ও বিচার বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হাসিবুল আলম গুরুত্বপূর্ণ কোনো একটি পদে আসতে পারেন বলে প্রচার রয়েছে।

প্রবীণ-নবীন অনেক শিক্ষক এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগের শীর্ষ কয়েক নেতা মনে করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ দুটি পদ নিয়ে আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে। এ অবস্থায় বিগত আওয়ামী লীগের সময়ে ভিসি হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী প্রফেসর আবদুল খালেক (অবসরপ্রাপ্ত) ও প্রফেসর ড. সাইদুর রহমান খান এর মধ্য থেকে যে কোনো একজনকে ভিসির দায়িত্ব দিয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা যেতে পারে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রফেসর আবদুল খালেক এরই মধ্যে ভিসি হওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন। মানসিকভাবেও তিনি প্রস্তুত রয়েছেন। তবে প্রফেসর খান এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো তদবির চালাননি বলে জানা গেছে। আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানায়, প্রফেসর খানের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে খোদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অবগত রয়েছেন।

রাবির প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের (আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী শিক্ষকদের ফোরাম) স্টিয়ারিং কমিটি শিগগির মিটিং করে ভিসি ও প্রো-ভিসি পদের জন্য কিছু নাম প্রস্তাব করে সরকারের উচ্চ মহলে পাঠাবে। সেই প্রস্তাবনা থেকেও হতে পারেন ভিসি ও প্রো-ভিসি। এছাড়া স্থানীয় আওয়ামী লীগেরও পছন্দ-অপছন্দের বিষয় রয়েছে। সবকিছু মিলিয়েই রাবির শীর্ষ পদগুলোতে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে বলে সূত্রটি জানায়।